বাংলাদেশ টেলিভিশনের কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২৩)

ক) **ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন**

স্বল্প মেয়াদী (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	মধ্য মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	দীর্ঘ মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
-	বিটিভির কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার: ➢ বিটিভির সকল কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে ২০-৩০ বছর পূর্বের বিদ্যমান ভবন, পুলিশ ব্যারাক, সড়ক, সীমানা প্রাচীর, ওয়াক-ওয়ে মেরামত করা হবে। তাছাড়া, ঢাকা কেন্দ্রে নতুন বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন, পানির পাম্প স্থাপন এবং পুরাতন ভবন সংস্কার করা হবে। ➢ বিটিভি কমপ্লেক্সে অবস্থিত জরাজীর্ণ পুকুরকে সংস্কার করে নান্দনিক সুটিং স্পট নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১. বিটিভি ওয়ার্ল্ডকে স্বতন্ত্র স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা: বর্তমানে বিটিভির সহায়তা নিয়ে বিটিভি ওয়ার্ল্ড পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য অনুষ্ঠান/সংবাদ দেশ বিদেশে মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিটিভি ওয়ার্ল্ডকে স্বতন্ত্র স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য জনবল, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো ইত্যাদিসহ যাবতীয় ভৌত ও কারিগরি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। ২. বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার: চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য বিদ্যমান স্টুডিও যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন, নতুন ভবন, স্টুডিও নির্মাণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরি, পুলিশ ব্যারাক, সীমানা প্রাচীর, ওয়াক-ওয়ে ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ৩. ৬টি বিভাগীয় সদরে বিটিভির ৬টি স্বয়ংসম্পূর্ণ চ্যানেল প্রতিষ্ঠা: ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া বাকি ৬টি বিভাগীয় সদরে বিটিভির ৬টি স্বয়ংসম্পূর্ণ চ্যানেল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৬টি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পে সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্যে সকল বিভাগীয় সদর থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান সম্প্রচারের লক্ষ্যে যাবতীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

চলমান পাতা-০২

খ) **অনুষ্ঠান ধারণ ও সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং উন্নয়ন**

স্বল্প মেয়াদী (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	মধ্য মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	দীর্ঘ মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার: বর্তমানে বাংলাদেশে টিভি চ্যানেল সম্প্রচারের জন্য বিদেশি স্যাটেলাইটের উপর নির্ভরশীল। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এই বিদেশ নির্ভরতা কমাবে এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়তা করবে। এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার কার্যক্রম চলমান।	১. বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার অটোমেশন: ১ম পর্যায় বিটিভির কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলি ১৯৯৮ সালে স্থাপন করা হয়। যন্ত্রপাতিসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় পুরাতন প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির স্থলে আধুনিক, ডিজিটাল ও অটোমেটেড পদ্ধতির যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা অপরিহার্য। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন আংশিক ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও কারিগরি ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। বিটিভিকে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও ডিজিটাল করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদের মধ্যে অটোমেশন নিশ্চিতের নিমিত্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলছে। অচিরেই বিটিভির রেকর্ডিং, স্টুডিও চিত্রায়ন, সম্পাদনা ও অন্যান্য কারিগরি কার্যাদিসহ অনুষ্ঠান নির্মাণ ডিজিটাল করা হবে। ২. বিদ্যমান টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার ডিজিটালাইজেশন: ১ম পর্যায় বাংলাদেশ টেলিভিশন দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার মাধ্যম। প্রচলিত এনালগ পদ্ধতিতে বিদ্যমান টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এটিকে আরো আধুনিক, যুগোপযোগী ও ডিজিটাল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলছে। অচিরেই সম্প্রচার ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	১. বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার অটোমেশন: ২য় পর্যায়: বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর গাইড লাইনে বিটিভি ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে। অটোমেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে বিটিভির রেকর্ডিং, স্টুডিও চিত্রায়ন, সম্পাদনা ও অন্যান্য কারিগরি কার্যাদিসহ অনুষ্ঠান নির্মাণ শতভাগ ডিজিটাল হবে। ২. বিদ্যমান টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার ডিজিটালাইজেশন: ২য় পর্যায় বাংলাদেশ টেলিভিশনকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও ডিজিটাল করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ শেষ হলে সম্প্রচার ব্যবস্থার শতভাগ ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

চলমান পাতা-০৩

স্বল্প মেয়াদী (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	মধ্য মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	দীর্ঘ মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
	৩. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার নিশ্চিতকরণ: বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে ২৪ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রচার নিশ্চিত করতে স্বতন্ত্র আর্থস্টেশনসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে ডিএসএনজি ও আর্থ স্টেশনসমূহের আধুনিকায়ন করা হবে। ৪. বিটিভির নিজস্ব ডাইরেক্ট টু হোম (DTH) সার্ভিস চালু: ডাইরেক্ট টু হোম (DTH) হলো উপগ্রহের মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানকে ক্ষুদ্রাকৃতির ডিশের সাহায্যে সরাসরি গ্রহণ করার একটি প্রযুক্তি যাতে কোন কেবল কিংবা কেবল অপারেটরের সহায়তার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণ এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কে.ইউ ব্যান্ডে (KU Band) ডাইরেক্ট টু হোম (DTH) টিভি সেবা প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্বতন্ত্র অপারেটর হিসেবে বিটিভির নিজস্ব ডাইরেক্ট টু হোম (DTH) সার্ভিস ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদের মধ্যে চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৫. নিউজ অটোমেশন: বিটিভির নিউজ পরিবেশনা আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদের মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	৩. বিটিভি ওয়ার্ল্ডকে স্বতন্ত্র স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা: বর্তমানে বিটিভির সহায়তা নিয়ে বিটিভি ওয়ার্ল্ড পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য অনুষ্ঠান/সংবাদ দেশ বিদেশে মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিটিভি ওয়ার্ল্ডকে স্বতন্ত্র স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য অনুষ্ঠান ধারণ ও সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হবে। ৪. বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার কভারেজ: চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বর্তমানে ০৬ ঘন্টা সম্প্রচার কার্যক্রম চলছে। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী মহোদয়ের চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক স্বল্প মেয়াদে ১২ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদের মধ্যে ২৪ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৫. দেশব্যাপী টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার: বর্তমানে দেশে ৯৫% অঞ্চলে বিটিভির টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার চালু রয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে সারাদেশে ১০০% ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। ৬. ভার্চুয়াল স্টুডিও প্রতিষ্ঠা: বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ভার্চুয়াল স্টুডিও নেই। তবে গ্রাফিক্স ও ক্রমার সাহায্যে অনুষ্ঠান নির্মাণের প্রয়াস নেয়া হয়। ভবিষ্যতে বিটিভির অনুষ্ঠান ও সংবাদের মান উন্নয়ন ও নান্দনিকভাবে পরিবেশনার লক্ষ্যে ভার্চুয়াল স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হবে।

চলমান পাতা-০৪

গ) **জনবল সৃজন, নিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়ন**

স্বল্প মেয়াদী (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	মধ্য মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	দীর্ঘ মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
নতুন পদ সৃজন ও জনবল নিয়োগ: বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রমসহ প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আইটি শাখা, বিটিভি ওয়ার্ল্ডসহ ঢাকা কেন্দ্রের বার্তা, ক্যামেরা, ডিজাইন, প্রকৌশল ও অনুষ্ঠান শাখার জন্য ১৯৩টি নতুন পদ সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষের দিকে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জি.ও পাওয়া গেলে জুন ২০২০ মেয়াদের মধ্যে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।		১. নতুন পদ সৃজন ও জনবল নিয়োগ: বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রম, দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আইটি শাখা এবং বিটিভি ওয়ার্ল্ডসহ প্রশাসন, অর্থ ও হিসাব, বিজ্ঞাপন, বার্তা, ক্যামেরা, ডিজাইন, প্রকৌশল ও অনুষ্ঠান শাখার জন্য যুগোপযোগী পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। যুগের চাহিদায় নতুন নতুন পদ সৃজনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
	১. পৃথক প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন: বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্থায়ী রাজস্বখাতে ১৬০২টি এবং অস্থায়ী রাজস্বখাতে ১৩৫টি পদ বিদ্যমান। উক্ত জনবলের বিপরীতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং বিদেশে খুব কম সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিটিভির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জুন ২০২০ মেয়াদের মধ্যে বিটিভি সদর দপ্তরে পৃথক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	২. বিটিভি ব্যুরো অফিস প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে সারা দেশে বিটিভির কার্যকর ও ফলপ্রসু নেটওয়ার্ক সৃজন করা হবে। তাছাড়া বিশ্বের কোন দেশে বর্তমানে কোন ব্যুরো অফিস নেই। দেশের কৃষ্টি কালচার, সংস্কৃতির প্রচারণা অব্যাহত রাখা ও বহিঃবিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে অনুষ্ঠান/সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিদেশের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে বিটিভির ব্যুরো অফিস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চলমান পাতা-০৫

ঘ) **অনুষ্ঠানের মান উন্নয়ন ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত পরিবেশনা**

স্বল্প মেয়াদী (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	মধ্য মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	দীর্ঘ মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
১. শিল্পী অডিশন, গ্রেডেশন ও পুন:মূল্যায়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিল্পী তালিকাভুক্তির অডিশন/গ্রেডেশন ও পুন:মূল্যায়ন নীতিমালার খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালাটি অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করা হবে। ২. নিউ মিডিয়ায় বিটিভির অনুষ্ঠান: বর্তমানে ২ টার খবর, স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা, সুপ্রভাত বাংলাদেশ এবং সকল অনুষ্ঠানের প্রমোশনাল ফেসবুক ও ইউটিউবে আপলোড করা হচ্ছে। বিটিভির দর্শক ধরে রাখতে নিউ মিডিয়াতে বিটিভির অনুষ্ঠান (ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ও ওয়েবপেইজ) দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৩. বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ১২ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার: চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বর্তমানে ০৯ ঘন্টা সম্প্রচার কার্যক্রম চলছে। মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১২ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ৪. আন্তর্জাতিক ভিডিও সংবাদ এজেন্সির গ্রাহক (Subscribe) হওয়া: আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন বর্তমানে ইন্টারনেট ও আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেলের সংবাদের উপর নির্ভলশীল। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিটিভিকে আন্তর্জাতিক ভিডিও সংবাদ এজেন্সির গ্রাহক (Subscribe) করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১. শিল্পী অডিশন, গ্রেডেশন ও পুন:মূল্যায়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন: সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিল্পী তালিকাভুক্তির অডিশন/গ্রেডেশন ও পুন:মূল্যায়ন নীতিমালার আধুনিকায়ন করত: তা বাস্তবায়ন করা হবে। ২. নিউ মিডিয়ায় বিটিভির অনুষ্ঠান: বিটিভির দর্শক ধরে রাখতে নিউ মিডিয়াতে বিটিভির অনুষ্ঠান (ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ও ওয়েবপেইজ) দেখার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে। ৩. নিউজ অটোমেশন: বিটিভির নিউজ পরিবেশনা আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদের মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	- ১. নিউ মিডিয়ায় বিটিভির অনুষ্ঠান: বিটিভির দর্শক ধরে রাখতে নিউ মিডিয়াতে বিটিভির অনুষ্ঠান (ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ও ওয়েবপেইজ) দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হবে। তাছাড়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিটিভির লাইভ স্ট্রিমিং চালু করা হবে।

চলমান পাতা-০৬

ঙ) **ডিজিটালাইজেশন ও সেবা সহজীকরণ**

স্বল্প মেয়াদী (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	মধ্য মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	দীর্ঘ মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
১. বিটিভির প্রশাসনিক ও অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশন: বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার ট্রান্সমিটার লগ অনলাইনে পর্যবেক্ষণ, শিল্পী সম্মানী সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান, ইলেকট্রনিক গেটপাস সিস্টেম চালু, অনুষ্ঠান, ক্যামেরা ও বার্তার ই-সিডিউল তৈরি, ই-নথির কার্যক্রম, অনলাইন গেটপাস ইস্যু এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম, কারিগরি অবকাঠামো ও অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ ২০২০ সালের মধ্যে ডিজিটাল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত শিল্পীদের ডাটাবেজসহ ই-সিডিউল প্রস্তুত: বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত শিল্পীদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী শ্রেণি ভিত্তিক তালিকা রয়েছে। উক্ত তালিকা অনুযায়ী প্রচলিত মাসিক বুকিং পদ্ধতির মাধ্যমে শিল্পীদের অনুষ্ঠান/সংবাদে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে শিল্পীদের ডাটাবেজ ও ই-প্রোগ্রাম সিডিউল প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	-

চ) **বিটিভি আর্কাইভ**

স্বল্প মেয়াদী (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	মধ্য মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)	দীর্ঘ মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)
-	-	ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা ও কনটেন্ট ব্যাংক স্থাপন: বাংলাদেশ টেলিভিশনের সুচনালগ্ন থেকে এ যাবৎ বহুমূল্যবান অনুষ্ঠান, সংবাদ, বিভিন্ন ফুটেজ ইত্যাদি ইউমেটিক, বিএনএস, বেটাকম ইত্যাদি ক্যাসেটে সংরক্ষিত আছে। ক্যাসেট সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিলুপ্ত হওয়ায় কালোত্তীর্ণ অনুষ্ঠান/সংবাদসমূহ পুন:প্রচার সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তা হারিয়ে যেতে বসেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সকল অনুষ্ঠান/সংবাদ আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের নিমিত্ত ২০২৩ সালের মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডিজিটাল আর্কাইভ ও কনটেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।